শামসুজ্জামান দুদুকে গ্রেফতারের দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিল

প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদুকে গ্রেফতারের দাবী তুলে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে ছাত্রলীগের দুটি পক্ষ। মিছিল শেষে চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্বরে দুদুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে মিছিল চলাকালে শহরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয় এলাকায় দুদুর পৈত্রিক বাড়িতে হামলা চালায় একদল যুবক। ভাঙচুর করা হয় বাড়ির বেশ কিছু আসবাবপত্র। বুধবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এসব ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে ছাত্রলীগের একটি অংশ শহরের কবরী রোডের আওয়ামীলীগ কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মোহাইমেন হাসানা জোয়ার্দ্দার অনিক। মিছিটি শহরের শহীদ হাসান চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে। মিছিলকারীরা সেখানে দুদুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। একই সাথে দুদুকে চুয়াডাঙ্গায় অবাঞ্চিত ঘোষণা করা হয়। এসময় বক্তারা বলেন, একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টকশোতে শামসুজ্জামান দুদু প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন।

একই দাবীতে রাত ৯টার দিকে অপর একটি মিছিল শহরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর নেতৃত্ব দেন জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো. জানিফ। দুটি মিছিল থেকেই শামসুজ্জামান দুদুর গ্রেফতার দাবী করা হয়।

শামসুজ্জামান দুদুর ছোট ভাই জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট ওয়াহেদুজ্জামান বুলা জানান, হামলার সময় বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর ও তছনছ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার রাতে বেসরকারী টেলিভিশন ডিবিসি নিউজের রাজকাহন টকশোতে অংশগ্রহণ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও বঙ্গবন্ধুর মত পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

মেপ্র/ চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

তালাক কী কেন ও কিভাবে – – - মুফতি মাহমুদ হাসান

শরিয়তের নির্দেশনা অমান্য করার কুফল:
এভাবেই ইসলামী শরিয়ত বৈবাহিক সম্পর্ক অটুট রাখার অবকাশ দিয়েছে। কিন্তু মানুষ শরিয়তের এই সুন্দর পদ্ধতি উপেক্ষা করে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণির লোকদের মধ্যেই এ প্রবণতা দেখা যায় যে, তারা যখন রাগে ক্ষোভে লিখিত বা মৌখিকভাবে তালাক দেয় তখন একসঙ্গে তিন তালাকই দিয়ে থাকে। তিন তালাক দিলে ইদ্দত চলাকালেও স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে না এবং ইদ্দতের পরেও নতুনভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ থাকে না। একে অপরের জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অনুতপ্ত হওয়া এবং আপসের জন্য আগ্রহী হওয়া কোনো কাজে আসে না।

যারা তিন তালাক দেওয়ার পর শরিয়তের বিধান জানতে মুফতি সাহেবদের কাছে আসে, তাদের অনেককেই দেখা যায় অত্যন্ত অসহায়ত্বের সঙ্গে নিজের দুঃখের কথা বলে মুফতি সাহেবের মন গলাতে চেষ্টা করে। নিষ্পাপ সন্তানদের কথা বলে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করতে থাকেÍযেভাবেই হোক কোনো হিল্লা-বাহানা বের করে তার পরিবারটিকে যেন ধ্বংস থেকে বাঁচানো হয়। কিন্তু এসব আবদার-অনুরোধ বিফল। তার নিজ হাতেই সব সুযোগ বিনষ্ট হয়েছে। তালাক দেওয়ার শরিয়তসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ না করার কারণে স্ত্রী তার জন্য সম্পূর্ণ হারাম হয়ে গেছে। উপরন্তু শরিয়তের নিয়ম অমান্য করে মারাত্মক গুনাহ করা হয়েছে। আর অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়ায় স্ত্রীর ওপর চরম জুলুমও করা হয়েছে, যা আরেকটি কবিরা গুনাহ। এখন আবার তাকে স্ত্রীরূপে ফিরে পাওয়ার যে সম্ভাবনাটি রয়েছে তা অত্যন্ত দূরবর্তী সম্ভাবনা।

প্রচলিত হিল্লা বিয়ে ইসলামে নিষিদ্ধ
বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তিন তালাকের পরই স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নানা রকম হিল্লা-বাহানার আশ্রয় নেওয়া শুরু করে। এটা যেমন

অশালীন, তেমনি শরিয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও লানতযোগ্য কাজ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘(হিল্লা-বাহানার মাধ্যমে) অন্যজনের জন্য স্ত্রী হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয়েছে। উভয়ের ওপরই আল্লাহর লানত।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ২০৭৬)। যদিও এমতাবস্থায় ওই নারী অন্যত্র বিবাহ করে সেই স্বামীর সঙ্গে সহবাসের পর স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হলে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে। তবে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা অত্যন্ত ঘৃণিত। উপরন্তু হিল্লা-বাহানা গ্রহণের মাধ্যমে ইসলামের দুশমনদের ইসলামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। তারা হিল্লা বিয়ে নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে। অথচ ইসলাম এ ধরনের হিল্লা বিয়ের অনুমতিই দেয় না।

ইসলামে নিষিদ্ধ একটি হীন কাজের দায় ইসলামের ওপর চাপিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হচ্ছে। আর এটি হয়েছে শুধু এসব নাদান মুসলমানের কারণে। ইসলামের বিধান হলো Íতিন তালাকের পর উভয়ে উভয়ের রাস্তা ধরবে। স্বামী অন্যত্র বিয়ে করে নেবে। তদ্রূপ স্ত্রীও ইদ্দত শেষে অন্যত্র বিয়ে করে তার সঙ্গেই ঘর-সংসার করবে। স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার বা স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে কোনো হিল্লা-বাহানা করা অবৈধ। হ্যাঁ, কোনো কারণে যদি দ্বিতীয় স্বামী কখনো তালাক দিয়ে দেয় বা মারা যায়, তখন ইদ্দত শেষে চাইলে সে আবার প্রথম স্বামীর কাছে যেতে পারবে। ইসলামের এই স্বচ্ছ বিধানের সঙ্গে প্রচলিত হিল্লা বিয়ের কী সম্পর্ক?

মেপ্র / ধর্মকথা

পুলিশের তৎপরতায় পরিবারে ফিরলো সাইফুল

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের রনজিৎ আলী শেখ এর ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৩)। মুজিবনগর থানা পুলিশের তৎপরতায় সাইফুল ইসলামকে ফিরে পেল তার পরিবার।

গরীব পরিবোরর কষ্ট ঘুচানোর জন্যে ২০১৭ সালে ঢাকার ইউনিক

কোম্পানির মাধ্যেমে চুক্তি ভিত্তিক ২ বছরের ভিসা নিয়ে চাকরির জন্য ইরাকে যায় সাইফুল। সেখানে হানুয়া নামের একটি কোম্পানিতে চাকরি শুরু করে। যা বেতন পেত তাই দিয়ে বেশ চলতো তাদের। ভেবেছিলো তাদের দুঃখটা হয়তো বা এ বার মোচন করতে পারবে সাইফুল। কিন্তু এ আশা তার আর পূরন হলো না। কষ্ট কষ্টই থেকে গেলো। ২০১৯ সালের দিকে ভিসার মেয়াদ শেষ হবার পর শুর হলো জিবন মরনের প্রশ্ন।

সাইফুল আরেকটি চাকরির জন্যে পরে গেলো ইরাকের কিছু অসাধু দালালের চক্ররে। উন্নত চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে হানুয়া কোম্পানি থেকে চলে আসতে বলে সাইফুলকে। দালাদের কথায় উন্নত চাকরির আশায় অবুঝের মত হানুয়া কোম্পানি থেকে চলে আসে সাইফুল। পরে সাইফুল দালালদের কাছে আসলে তারা সাইফুলকে ইরাকে তাদের গোপন স্থানে আটকে রাখে। শুরু হয় তার প্রতি চরম নির্যাতন। সাইফুলের মুক্তিপনের জন্যে তার বাবা মার কাছ থেকে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। টাকা পাঠানোর জন্য ফরিদপুর জেলার, নগরগান্দা উপজেলার চুকাইল গ্রামের আব্দুল্লা ব্যাপারি নামের এক বিকাশ এজেন্ট মালিকের কাছ থেকে ৫ টি বিকাশ নাম্বার সাইফুলের পরিবারের কাছে দিয়ে বিভিন্ন ধাপে টাকা পাঠাতে বলে। ছেলেকে বাঁচানোর জন্য তাদের কথা মত ৬৫ হাজার টাকা বিকাশ করে সাইফুলের পরিবার। কিন্তু এতেও তাদের দাবি পূরণ হয়নি। তাদের কাছে বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিতে থাকে দালাল চক্রের সদস্যরা। পুরো টাকা না দিলে সাইফুলকে খুন করে ফেলবে। পরে সাইফুলের পরিবার আর কোন পথ খুজে না পেয়ে চলে আসে মুজিবনগর থানায়।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমের কাছে বিষয়টা খুলে বলেন। সাইফুলের পরিবারের এমন করুন কাহিনি শোনার পর মুজিবনগর থানায় একটি মামলা নিয়ে নেন। মামলা পর শুরু করে পুলিশের তৎপরতা।

দীর্ঘদিন ধরে তাদের অভিযান চালানোর পর বাহির করেন ৫টি বিকাশ মোবাইল নাম্বারের এজেন্ট মালিককে। জানতে পারেন এজেন্ট মালিক আসামির বাসা ফরিদপুর জেলায়। পরে পুলিশ চলে যায় সেখানে। জানতে পারেন আসল কাহিনি। খোজ চালানো শুরু করেন ইরাকে। দালাল চক্রের সদস্যেরা সকল ঘটনা জানতে পেরে তাদের জীবন বাঁচানোর জন্যে সাইফুলকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।

পরে এ দিকে পুলিশ আসামি ফরিদপুর জেলার, নগরকান্দা উপজেলার চুকাইল গ্রামের আব্দুল ব্যাপারিকে গ্রেপ্তার করেন। এ দিকে সাইফুলকে উদ্ধার করে পুলিশী হেফাজতে নেয় ইরাকি পুলিশ। পরে তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ

দিকে সাইফুল বাংলাদেশে পৌছালে গতকাল বুধবার সকালে তাকে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাশেম জানান, সাইফুলের বাবা-মায়ের কাছে থেকে ঘটনা জানার পর থেকে তৎপরতা চালিয়ে সাইফুল কে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

মেপ্র/ মুজিবনগর প্রতিনিধি

খালেদ মাহমুদের চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

রাজধানীতে অবৈধ ক্যাসিনো চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়ার চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ৮টা ২৫ মিনিটে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে হাজির করা হয়।
খালেদের বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র ও মানি লন্ডারিং আইনে তিনটি মামলা করা হয়েছে। দুপুরে র্যাবের পক্ষ থেকে গুলশান থানায় মামলা গুলো করা হয়।
এর আগে আটক খালেদকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় র্যাব। গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গত বুধবার সন্ধ্যায় গুলশান-২ এর নিজ বাসা থেকে খালেদ মাহমুদকে আটক করে র্যাব।

মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি

কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে দুদকের অভিযান

কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে বেশি হারে কমিশন দিয়ে সরকারি অর্থ অপচয়ের অভিযোগ পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় দুদক ।

কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে (সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরস ডিপো—সিএমএসডি) সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টকে বেশি হারে কমিশন দিয়ে সরকারি অর্থ অপচয়ের অভিযোগ পেয়ে সেখানে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল বৃহস্পতিবার এ অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির উপপরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য।

দুদক জানিয়েছে, ঢাকা কাস্টম হাউস থেকে মালামাল খালাসের জন্য নিয়োগ করা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের বেশি হারে কমিশন দেওয়া হচ্ছে এমন অভিযোগ পেয়ে অভিযানে যায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীনের নেতৃত্বে একটি দল। তারা সরেজমিনে সেখানে গিয়ে জানতে পারে, চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে মালামাল খালাসের জন্য নিয়োগ করা সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টদের নির্ধারিত শতকরা ৩০ পয়সা হারে কমিশন দেওয়া হয়। কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কেন্দ্রীয় ঔষধাগার ঢাকা কাস্টম হাউস থেকে মালামাল খালাসে শতকরা ১ টাকা কমিশন দিচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিএমএসডি কর্তৃপক্ষ দুদক দলকে জানায়, একজন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট আদালতে রিট করার কারণে ৩০ পয়সার পরিবর্তে ১ টাকা করে কমিশন দেওয়া হচ্ছে। ওই রিটের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণ জানতে চাইলে সিএমএসডি কর্তৃপক্ষ দুদককে সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। দুদকের দলটি মনে করছে, সিএমএসডি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে অবহেলার কারণে সরকারের বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এ অভিযোগের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত চেয়ে কমিশনে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে দুদক দল।

নাটোর জেলার কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অফিসে ভ্যাট সনদ সংশোধনে অতিরিক্ত অর্থ আদায় সহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় দুদকের একটি দল। রাজশাহীর দুদক দলটি অভিযানে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পায়। কাস্টম অফিসে কর্মরত বেশ কয়েক জন কর্মচারী দালালদের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন মর্মে জানতে পারে দলটি।

অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে অবিলম্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ গ্যাস সংযোগ ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষতি করার অভিযোগ পেয়ে সেখানে অভিযান চালায় দুদকের কুমিল্লা কার্যালয়। সহকারী পরিচালক রাফী মো. নাজমুস সাদাতের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। দুদকের দলটি বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (বিজিডিসিএল) ডিজিএম (ইঞ্জিনিয়ার), ব্যবস্থাপক সহ (ইঞ্জিনিয়ার) অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পায়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরের সুহিলপুর এবং বুধল ইউনিয়নের বিপুল পরিমাণ অবৈধ গ্যাস সংযোগ উদ্ঘাটন করে সমন্বিত দলটি। তাৎক্ষণিক ভাবে ১২টি গ্যাস রাইজার এবং অবৈধ গ্যাস সংযেগের একটি নষ্ট করা হয়।

এ বিষয়ে বাখরাবাদ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী ওই সব এলাকায় ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা নিয়ে অবৈধ গ্যাস সংযোগ দিচ্ছেন। কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও আবারও সংযোগ দেওয়া হয়। দুদকের দলটি বিজিডিসিএলকে তাদের তৎপরতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছে।
মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি

রোহিঙ্গারা বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে গণভবনে সাক্ষাৎ করেন ইউকে অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) দুটি পৃথক প্রতিনিধি দল। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধরনের বোঝা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এখন মিয়ানমারকে তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নেওয়া উচিত।

গতকাল বৃহস্পতিবার গণভবনে ইউকে অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) দুটি পৃথক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা মানবিক দিক বিবেচনা করে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। কারণ, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরাও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়ে ছিলাম। সে সময়ে ১ কোটি বাংলাদেশি ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল।’

বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ‘এখন রোহিঙ্গারা আমাদের জন্য একটি বড় বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এদের কারণে স্থানীয় মানুষকে ব্যাপক ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।’ মানবিক কারণে ভোগান্তি মেনে নেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সফররত ইউকে কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ (সিএফওবি) ও ইউকে এপিপিজি অন পপুলেশন, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথের প্রতিনিধি দলের সদস্যরাও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ইউকে অল-পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) সভাপতি অ্যানি মেইন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।

ইউকে এপিপিজি প্রতিনিধি দলের সদস্যরা কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে তাঁদের সফরের ওপর লেখা একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করেন।

জোর পূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দেওয়ায় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের প্রতি তাঁদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে বলে আবারও প্রতিশ্রুতি দেন। দুই বছর আগে বাংলাদেশে তাঁদের সফরের বিষয়টি উল্লেখ করে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা বলেন, সেই সময়ের তুলনায় এখন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের পরিবেশ অনেক ভালো হয়েছে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য সম্পর্কের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্রিটেন বাংলাদেশের উন্নয়নে অব্যাহত ভাবে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক আরও গভীর থেকে গভীরতর হবে।

মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় করিমন চালক নিহত

মেহেরপুর ট্রাক ও শ্যালো ইঞ্জিন চালিত করিমনের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে করিমন চালক নিহত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে সদর উপজেলার চাঁদবিল-কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়কের হেমায়েতপুর নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত করিমন চালক চূয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া গ্রামের রহমউল্লাহর ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার সময় মেহেরপুরের আমঝপি থেকে পাথর বোঝাই একটি ট্রাক বাইপাস সড়ক হয়ে মুজিবনগরের দিকে যাচ্ছিল। চারুলিয়া থেকে আমঝুপি কোলার মোড়ে চিকিৎসার জন্য করিমন চালক মোস্তাকিন আহমেদ বিপরীত দিক থেকে আসছিলেন। এসময় হেমায়েতপুর নামক স্থানে একটি বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে করিমনটি দুমড়ে মুচড়ে সড়কের পাশে ছিটকে পড়ে এবং করিমন চালক মোস্তাকিন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ট্রাক চালক ফয়েজ কে আটক করে এবং লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।

মেপ্র/ আমঝুপি প্রতিনিধি

আল্লাহ’র দলের তিন নারীসহ ৮ সদস্য কারাগারে

মেহেরপুরে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আল্লাহ’র দলের আট সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে সদর থানা পুলিশ। পরে তাদের আদালতে পাঠালে বিচারক

তাদের কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বুধবার সকালে তাদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। এর আগে গোপন বৈঠকের সময় মঙ্গলবার বিকালে সদর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রাম থেকে তাদের আটক করা হয়। বুধবার দুপুরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- রঘুনাথপুর গ্রামের শহিদুজ্জামান (২৮), রাহাবুল ইসলাম (২৮), সুমন ইসলাম (২৫), জিহাদ আলী (৩২), মৌসুমি খাতুন (৩২), বন্যা খাতুন (৩২), আনজিরা খাতুন (৩৬) ও বারাদি গ্রামের শহিদুল ইসলাম (৩৫)। বৈঠক চলাকালীন তাদের কাছে থেকে জিহাদী বই ও লিফলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা যায়, আনজিরা খাতুনের বাড়িতে মাঝে মাঝে লোকজন আসা যাওয়া করতো। তবে এরা জঙ্গি নাকি সাধারন মানুষ আমরা জানতাম না।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য ডাবলু বলেন, আল্লাহ’র দল নামের এক জঙ্গি সংগঠনের ৮ সদস্য আটক হয়েছে শুনেছি। এর আগে আমি এ বিষয়ে কিছু টের পাইনি।

সদর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ দারা জানান, রঘুনাথপুর গ্রামের আনজিরা খাতুনের বাড়িতে গোপন দাওয়াতী বেঠক চলছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। পরে সেখানে থেকে তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হয়। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আল্লাহ’র দলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে তাদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর বুধবার সকালে তাদেরকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, জঙ্গি তৎপরতার অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।
এ বিষয়ে মেহেরপুর অতিরিক্তি পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম বলেন, আল্লাহ’র দল নামের এক সংগঠনের ৮ সদস্য আটক হয়েছে। এ দলের আরোও সদস্য থাকতে পারে। আমরা অভিযান অব্যাহত রেখেছি, অন্য সদস্যদেরও খুব শিঘ্রই আটক করা হবে।

মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি

ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে

ডেঙ্গু বিরোধী অভিযান একদিনের নয়, শহর এবং গ্রামে সমানভাবে বাড়ি ও কর্মন্থলের আশে পাশে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। এটি একদিনের কাজ নয়। প্রতিদিন অব্যাহত রাখতে হবে।

গতকাল কুষ্টিয়া হাই স্কুল হলরুমে প্রত্যয় যুব সংঘের আয়োজনে ডেঙ্গু বিরোধী এক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন একথা বলেন। তিনি আরো বলেন, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের বাড়ির ছাদ এবং আশে পাশে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বিশেষ করে ফুলের টব, প্লাস্টিকের পরিত্যক্ত পাত্র, ভাঙা হাড়ি-পাতিল, টিনের কৌটা, গাড়ির পরিত্যাক্ত টায়ার, ভাঙা কলস, ড্রাম, নারিকেল ও ডাবের খোসা বা মালা, ফাস্ট ফুডের কন্টেননার, এসি ও ফ্রিজের তলা যে সব স্থানে মশা জন্মায় সেইসব স্থানে পানি জমতে দেবেন না। বাড়ির ভেতর, আশে পাশে ও আঙিনা পরিস্কার রাখুন। দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করুন।

প্রত্যয় যুব সংঘের সভাপতি এস এম সুমনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজাদুর রহমান, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাব কেপিসি’র সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, কুষ্টিয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক খলিলুর রহমান, সহকারি প্রধান শিক্ষক শাবানা ইয়াসমিন, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সাধারণ সম্পাদক জামিল হাসান খান খোকন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কনক চৌধুরী। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রত্যয় যুব সংঘের সাধারণ সম্পাদক তামজিদ বিশ্বাস তনু, অর্থ সম্পাদক সজিবুল ইসলাম, সদস্য মিলিনা খাতুন, হাবিবুর রহমান রাব্বি, নাইম ইসলাম, কাউসার আলী, বায়েজীদ ইসলাম সহ অন্যান্য সকল সদস্যবৃন্দ।

মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে গোভিপুরে প্রতিমন্ত্রীর জনসভা সফল করার লক্ষে প্রস্তুতি সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভিপুরে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের জনসভা সফল করতে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগ।
আগামিকাল শুক্রবার বিকাল চারটায় গোভিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বুড়িপোতা ইউনিয়নের আওয়ামীলীগের উদ্যোগে এ জনসভার আয়োজন করা হয়েছে।
জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন। সভাপতিত্ব করবেন বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহ জামান। জনসভায় জেলা আওয়ামীলীগের নেতারা বক্তব্য দিবেন।
এ বিষয়ে বুড়িপোতা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান মো. শাহাজামান জানান, ইতিমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
মেপ্র/ নিজস্ব প্রতিনিধি